

দক্ষিণা

দক্ষিণা:----

বৈদিক নারীরা নিজদের আত্মাকে যতটা সম্ভব কলুষমুক্ত রাখার চেষ্টা করতেন। আত্মার সাধনা করতেন তাঁরা। অন্তরাত্মা যাতবে বিশুদ্ধ থাকবে, যাতবে সঠিক পথে চলতে পারে তার সাধনা করতেন বৈদিক নারী ঋষিরা।

বশেরিভাগ বৈদিক নারী-ঋষি বা ঋষিকারা তাঁদের বাবাদের থেকে অনুপ্রাণতি হযেছেন। তমেনই এক নারী ঋষি ছিলেন ঋষি দক্ষিণা।

ঋষি প্রজাপতির কন্যা ছিলেন এই ঋষি দক্ষিণা। মধোবী, বদীষী এই ঋষিকা ছোট থেকেই ঋকবদের চর্চা করতেন। বাবার থেকেই মূলত মন্ত্র-চর্চা শিখেছিলেন তিনি। একটা বিষয় এই ঋষিকাকে ববিরত করত। ঋষি প্রজাপতি ছিলেন যজ্ঞ সম্পন্ন করার পারার ক্ৰমতাবান ঋষি। দক্ষিণা দেখতেন বাবা কোন যজ্ঞ সম্পন্ন করার শেষেও খালি হাতে ফরিতেন। কখনও কোন পরবার থেকে বিশেষ কোনও উপহার বা উপটোকন দেওয়া হলে আলাদা কথা নইলে সম্মান-দক্ষিণা বা কোন সাম্মানিক দেওয়ার রীতি ছিল না সেই সময়। এই বিষয়টা ঋষি দক্ষিণাকে ববিরত করছিল। প্রশ্ন জগেছিল তাঁর মনে। তাঁর মনে হযেছিল এমন পবতির বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার পর ঋষিদের কোন সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হবে না কেন!

ঋকবদের যুগে সেই সময় পুজোআচ্চা বা কোন যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর দক্ষিণা দেওয়ার রীতি ছিল না। এই সংক্রান্ত কোনও মন্ত্র ছিল না। ঋষি দক্ষিণা তখন এই বিষয়ে মন্ত্র রচনা করছিলেন।

তাঁর মতে যেকোন পবতির, সাধনাসর্বস্ব কাজের পুরস্কার-স্বরূপ কিছু থাকা উচিত। সেই ভাবনা থেকেই ঋকবদে ঋষিদের দক্ষিণা দেওয়ার মন্ত্র রচনা করছিলেন ঋষিকা দক্ষিণা।

তার মতে এই সম্মান-দক্ষিণা বা উপহার বা পুরস্কার উৎসাহতি করবে কাজকে। যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পর সেই ঋষি প্রশংসাও প্রাপ্য বলে মনে করতেন ঋষি দক্ষিণা। ঋক বদে ১০৭ তম সূক্তের ঋষি তিনি ঋকবদের দশম মণ্ডলের ১০৭ তম সূক্তের মন্ত্রগুলি রচনা করছিলেন ঋষি দক্ষিণা। তাঁর রচতি প্রত্যেকেটি মন্ত্রই যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর ঋষিদের পুরস্কার বা উপহার দেওয়ার কথা বলে।

পুজোর পর পুরোহতি বা ঋষিদের উপহারস্বরূপ দক্ষিণা দেবার প্রথাটি ঋষি-দক্ষিণার মন্ত্র রচনার পর থেকেই শুরু হযেছিল। ঋষি দক্ষিণা মহলা পুরোহতিদের ক্ৰতেরও একই নিয়ম অনুসরণ করার কথা বলে গছেন।

বৈদিক যুগে নারীরা এমনই সম্মানীয় অবস্থানে ছিলেন যবে তাদের দৃষ্টিভিঙরি মাধ্যমে পরবিরতি হযেছিল সমাজের রীতিনীতি। এইসব নারীরা নৃসন্দহে সমাজের যেকোনও ক্ৰতেরে দৃষ্টান্ত।

দক্ষিণা শব্দের অর্থ হলো দান, সম্মানী, উপহার, প্রণামী। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখি ও জৈন সাহিত্যে দক্ষিণা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণা শব্দের অর্থ: মঠ বা মন্দিরে আধ্যাত্মিক আচার-অনুষ্ঠানের পরে প্রদত্ত দান বা সম্মানী, শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রকর্তৃক উপাধ্যায়কে দেওয়া প্রণামী, পুরোহতির প্রাপ্য পারশ্রমিক, গুরুর কাছে আর্থিক নবদেন, প্রশিক্ষণ বা নরিদশেনার জন্য গুরুর সম্মানী।

বৈদিক যুগথেকেই দক্ষিণা উৎসর্গ করা যজ্ঞ তথা ব্রত কর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ যতক্ষণ আপন পুরোহিত ক যথায়থ দক্ষিণা প্রদান করেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার পূজা সম্পূর্ণ হয়নি, আপনার পূজা সফল হয়নি না, আমি বলছি না। স্বয়ং পবিত্র বদে বলছে,

"তদু তদ্ যজ্ঞস্থ্য কর্ম ন ব্যমুচ্য যদ্ দক্ষিণামাসীৎ।।

[শতপথ ব্রাহ্মণঃ৩|৫|১|১৮]

বৈদিক শাস্ত্রে পুরোহিত ঋত্বগিক যথোপযুক্ত দক্ষিণাপ্রদান যজমানের একান্ত 'ধর্ম' বলা হয়েছে। দক্ষিণা মানবে বতেন নয় কনিতু ।

যেকোনো ব্রত-ক্রিয়ার দান উপস্থিতি ঐ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছাড়া কোনো আত্মীয় তো দূরে থাক, অন্য কোনো ব্রাহ্মণ পর্যন্ত নতি পারণো। যদি নিত তব অভুক্ত সৎসিহী যমেন প্রানীদরে খয়ে ফলে ঠকি তমেনই যবে ব্যাক্তি ব্রাহ্মণের দান দক্ষিণা নজি গ্রহণ করবে পাপ থাকবে ও গ্রাস করবে।

"তস্মান্ নবিত্তদক্ষিণং প্রতগ্হনীয়াত।

সৎসিহী হনৈং ভূত্বা ক্শণিতোতি।

[শতপথ ব্রাহ্মণঃ৩|৫|১|২৫]

এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণ থেকে বিস্তারিত লিখলে অনেক লিখা যাবে। এখানে শুধুমাত্র ব্রহ্মবৈবত পুরাণের প্রকৃতিখিন্ডরে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরছি। স্থানে বলছে, -"ব্রত সম্পন্ন হলেই দক্ষিণা দিয়ে দিবে, না দিলে প্রতিক্ষণে ক্শনে তা বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণা সাথে সাথে না দিলে তা দ্বিগুণ বৃদ্ধি, একদিন পর দিলে হইলে দশ গুণ, তিন দিন অতীত হইলে তাহার শতগুণ, একমাসে লক্ষগুণ ও এক বছর গত হইলে তনিকোটগুণ বৃদ্ধি হয় এবং যজমানের সেই কর্ম নষ্ফল ও কর্মকর্তা ব্রহ্মহত্যাপাপী হয়। লক্ষ্মী শাপ দিয়ে তার ঘর হতে চলে যান। ঘরে আয় বৃদ্ধি হয়না, রোগ- ব্যাধি হয়, তাহার দেওয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি তারপতিগণ গ্রহণ করেন না।